EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টি
আমেরিকা সপ্তাহ ২০০৯ এর উদ্বোধনী ভাষণ
বরিশাল, ২৬শে জানুয়ারি, ২০০৯

শুভ সন্ধ্যা। মেয়র হিরণ ও বরিশালবাসীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। বরিশালে 'আমেরিকা সপ্তাহ' উদ্বোধন করতে এসে আজ আমি আনন্দিত।

বিগত বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অন্যান্য শহরে আমেরিকা সপ্তাহের আয়োজন করেছে। আমেরিকা সপ্তাহ বরিশালবাসীকে সুযোগ করে দিচ্ছে আমেরিকানদের সাথে সাক্ষাৎ করার এবং আমেরিকা এত বছর ধরে বাংলাদেশের সাথে কিভাবে কাজ করেছে সে সম্পর্কে জানার। একইভাবে আমেরিকা সপ্তাহের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস বরিশালবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সমস্যা-উদ্বেগ সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানার সুযোগ লাভ করে। এটাই বরিশালে আমার প্রথম সফর আর এবারই প্রথম আমরা আপনাদের শহরে আমেরিকা সপ্তাহের আয়োজন করলাম।

বিভিন্ন বিবেচনায় এবছর আমেরিকা সপ্তাহ বরিশালে আয়োজন করার সিদ্ধান্ত সঠিক হয়েছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশের জন্য এবছরটি বিরাট সুযোগ ও বিশাল চ্যালেঞ্জের বছর- আর বরিশাল সেসব চ্যালেঞ্জ ও সুযোগের একটি দৃষ্টান্ত।

আজ আমি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই যে পরিবর্তন কাল অতিক্রম করছে সে সম্পর্কে কথা বলব। কথা বলব এসব পরিবর্তন কি বয়ে আনতে পারে এবং এসব পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের দুই দেশকেই যে অবশ্যই উদ্দেশ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে সে সম্পর্কে। জনগণের জন্য পরিবর্তনের ও উন্নত ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে উভয় দেশের নবনির্বাচিত সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এর অর্থ হল নতুন নতুন নীতিমালা, আমাদের গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, আমাদের অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটানো, আমাদের জনগণের নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধান করা।

জনগণের জীবনমান উন্নয়নের প্রয়াসকালে নবনির্বাচিত উভয় নেতাকেই বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে হবে। মহান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্ট বলেছিলেন, "গণতান্ত্রিক সরকারের সহজাত ক্ষমতা রয়েছে এমন সব বিপর্যয় থেকে জনগণকে রক্ষা করা যাকে

একসময় অনিবার্য মনে করা হত, এমন সব সমস্যার সমাধান করা যাকে একসময় সমাধান-অসম্ভব বলে গণ্য করা হত।" এখন সবচেয়ে বেশি দরকার হল অভিন্ন হুমকি মোকাবেলা করতে এবং মুক্ত, নিরাপদ ও সমৃদ্ধ বিশ্ব গড়ার অভিন্ন লক্ষ্য অর্জন করতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের দুই মহান গণতন্ত্রের একসাথে কাজ করা।

পরিবর্তন আনতে গিয়ে উভয় সরকারকে অবশ্যই জনগণের প্রতি তাদের মৌলিক, দীর্ঘ মেয়াদি অঙ্গীকার রাখতে হবে: গণতন্ত্রের সুরক্ষা, দেশের উন্নয়ন ও নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান।

আমাদের দুই দেশের সম্পর্কেও যোগ হবে পরিবর্তন কিন্তু থাকবে ধারাবাহিকতা। বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকারের প্রত্যাবর্তনকে যুক্তরাষ্ট্র স্বাগত জানায় এবং নতুন সরকারের সাথে সমান গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যৌথ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করার অপেক্ষায় আছে। একই সাথে এই সহযোগিতার অনেকখানিই শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক বিকশিত হচ্ছে।

স্বাধীনতার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে পাঁচশ' কোটি ডলারের বেশি সহায়তা প্রদান করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজার। বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রায় চারশ' কোটি ডলারের পণ্য রফতানি করে। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রবাসী-আয়ের উৎস। আমেরিকায় বসবাসরত পাঁচ লক্ষ বাংলাদেশি প্রতিবছর প্রায় দুইশ' কোটি ডলার বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ করে। জলবায়ু পরিবর্তন, শান্তিরক্ষা, সন্ত্রাসবাদ দমনসহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।

যুক্তরাষ্ট্র ও এর উন্নয়ন সহযোগীরা কয়েক দশক ধরে বরিশালবাসীর সাথে অনেক কাজ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সড়ক নির্মাণ করে, গ্রামে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করে, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করে বরিশাল বিভাগের মানুষকে সাহায্য করে। এই সপ্তাহে আমরা এসব কর্মকাণ্ড প্রদর্শন করব এবং ভবিষ্যতে একসাথে কাজ করার ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করব।

আমেরিকান ও বাংলাদেশিরা গতবছরের ঐতিহাসিক নির্বাচনে ভোটের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবেই তাদের রায় জানিয়ে দিয়েছে। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রে যখন আমাদের ইতিহাসের প্রথম আফ্রিকান-আমেরিকান প্রেসিডেন্ট শপথ গ্রহণ করেন তখন আমার দেশ কঠিন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন এবং আমাদের সৈন্যরা আমাদের মূল্যবোধ রক্ষার্থে বিদেশের মাটিতে যুদ্ধরত। বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক শান্তিপূর্ণ, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে এদেশের জনগণ গণতন্ত্র পুনর্বহাল করেছে। কিন্তু এই দুই নির্বাচনই শেষ নয়, এটা কেবল নতুন যুগের সূচনা মাত্র।

নির্বাচনের রাতে প্রেসিডেন্ট ওবামা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি সকল আমেরিকানের জন্য-- এমনকি যারা তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন তাদের জন্যেও কাজ করবেন। একইভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সুস্থ গণতন্ত্র গড়তে বিরোধীদলের কাছে পৌঁছানোর অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। তবে সফল গণতান্ত্রিক উত্তরণ নির্ভর করে সকল বাংলাদেশি নাগরিকদের সহযোগিতার ওপর, কেবল শীর্ষ ব্যক্তিদের ওপর নয়। শক্তিশালী গণতন্ত্র ও দৃঢ় অর্থনীতি বিনির্মাণে আমেরিকার মত বাংলাদেশেও প্রত্যেকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্বাচিত সরকারি ও বিরোধীদলের সদস্য ছাড়াও সুশীল সমাজ, বেসরকারি খাত, গণমাধ্যম ও প্রতিটি নাগরিকেরই ভূমিকা রয়েছে। বিপুল সংখ্যায় ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়ে বাংলাদেশি নাগরিকরা গণতন্ত্রের প্রতি তাদের গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। সকল গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের মত এখন তাদের জন্য সুযোগ এসেছে এবং দায়িত্ব বর্তেছে নতুন সরকারকে জবাবদিহি রাখা।

নির্বাচনের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী কন্ডোলিৎসা রাইস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে টেলিফোন করে তাকে ও বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। একইভাবে আমি বাংলাদেশের সকল ভোটারকে, বিশেষত তরুণ ও প্রথমবারের মত ভোটারদের অভিনন্দন জানাচ্ছি যারা এখানে গণতান্ত্রিক উত্তরণ সম্ভব করতে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

বাংলাদেশ অবশ্যই গর্ব করতে পারে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারে মসৃণ উত্তরণ সজীব গণতন্ত্রের পথে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। বাংলাদেশের নির্বাচন এদেশে ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্যও দৃষ্টান্ত রূপে কাজ করবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের মত, বাংলাদেশের উচিত গণতন্ত্র চর্চা করা ও এর ভিতকে শক্তিশালী করা। আমরা আশা করি সুশাসনের উন্নয়ন ঘটাতে ও দুর্নীতিমুক্ত জাতির জন্য ভিত্তি গড়তে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শুরু করা সংস্কার কার্যক্রম নতুন সরকার অব্যাহত রাখবে। ঊনত্রিশে ডিসেম্বরের নির্বাচনে ব্যালটের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণ সুস্পষ্টভাবেই সংস্কারের পক্ষে রায় দিয়েছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট উভয় দেশের জন্যই চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকির সংকট নিরসনে দৃঢ়চেতা নেতৃবৃন্দকে একত্রে কাজ করতে হবে। গতবছর ঘূর্ণিঝড় সিডরের ধ্বংসযজ্ঞের পর বরিশাল আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আপনারা যে অগ্রগতি সাধন করেছেন সেটা দেখে আমি খুশি। আক্রান্তদের জীবন পুনঃনির্মাণে সাহায্য করতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সূচিত কর্মসূচির কার্যকারিতাও আমি দেখব।

ঘূর্ণিঝড় সিডরের অব্যবহিত পরেই যুক্তরাষ্ট্র জরুরি খাদ্য সহায়তার জন্য তিন কোটি ডলার এবং অন্যান্য জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমের জন্য ৬৫ লক্ষ ডলার প্রদান করেছে। বরিশালবাসী ও দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের সাহায্য করতে ত্রাণ কার্যক্রমকালীন বাংলাদেশি ও আমেরিকানদের পাশাপাশি কাজ করার অসংখ্য কাহিনী আমি শুনেছি।

ঘূর্ণিঝড়ের সময় বরিশাল বিভাগের মানুষের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বার্তা ছিল খুবই সরল: ঘূর্ণিঝড়ের আগে আমরা এখানে ছিলাম; প্রাথমিক জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পর্যায়ে আমরা ছিলাম; এবং আমরা বরিশাল ও বাংলাদেশের দুর্যোগ পরবর্তী পুনঃনির্মাণে সাহায্য করতে এখানে থাকব। আমি গর্বের সাথে বলতে চাই বরিশাল বিভাগের মানুষের কাছে আমরা এই প্রতিশ্রুতি রেখেছি।

২০০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ঘূর্ণিঝড় সিডর থেকে পুনরুদ্ধার তৎপরতায় সাহায্য করতে ১০ কোটি ডলার অনুমোদন করেছে। এই অর্থ ব্যয় হবে চর, হাওর ও ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকার দরিদ্র ও বিপন্ন গ্রামে জরুরি ত্রাণ, পুনর্বাসন ও টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রমে। খুলনা ও বরিশাল বিভাগের ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ২৪টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং চারটি সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র ও সেতুর জন্য আমরা ৪৩ লক্ষ ডলার প্রদান করব। জরুরি দুর্যোগকালীন সময়ে প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে ১৫শ' লোক আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে। স্বাভাবিক সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো স্কুল হিসেবে চলবে। আরো আশ্রয়কেন্দ্র ও উন্নত সেতু ভবিষ্যতের দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানুষ ও জীবিকাকে সুরক্ষা দেবে।

আমি মনে করি এসব প্রচেষ্টা বরিশালবাসীকে কেবল ঘূর্ণিঝড় সিডরের ক্ষয়ক্ষতি থেকে পুনরুদ্ধার করবে না বরং এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উত্তরণে সাহায্য করবে। আমি নিশ্চিত বরিশালের রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, অপার সম্ভাবনা ও নব সূচনা।

আর যুক্তরাষ্ট্র বরিশাল অঞ্চল ও সমগ্র বাংলাদেশের বন্ধু হয়েই থাকবে। 'আমেরিকা সপ্তাহ'কে স্বাগতম।

==========

**বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতকৃত*